

প্রবাসীর চোখে স্বদেশ :

## বীরপ্রতীক ওডারল্যান্ড বিপন্ন বিজয় দিবসের ভরসা

অজয় দাশগুপ্ত।।

সিডনি,  
অস্ট্রেলিয়া

মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত নায়ক বঙ্গবুরই খবর নেই তো ওডারল্যান্ড? পঁয়ত্রিশ বছর আগে ঢাকায় ছিলেন, টঙ্গীর বাটায় ম্যানেজার। ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গেরিলা অভিজ্ঞতা। নিজে যিনি স্বদেশে নির্ধাতিত, ডাচ হওয়ার কারণে তারুণ্যে অবরুদ্ধ বাঙালির অবরুদ্ধতা, পরাধীনতা তো তাকে উদ্বুদ্ধ করতেই পারে। করেও ছিল। নিজে সংগঠিত করে মুক্তিযোদ্ধাদের পথ দেখিয়েছেন। যুদ্ধ করেছেন। এটা কি কেবল হিরোইজম? কখনও নয়। আজকের বাংলাদেশে বসবাস করে একান্তরের স্প্লিট বোঝা যাবে না। ঐক্য আর সহমর্মিতার কোন স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল এ দুর্ভাগা জাতি। ওডারল্যান্ড সেই ভালবাসার বলয়ে অর্জুন হয়ে এসেছিলেন। নেমেছিলেন সম্মুখ সমরে।

ডাচ-অস্ট্রেলিয়ান ওডারল্যান্ড কতটা ঝুঁকি নিয়েছিলেন, কতটা আন্তরিক মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তার পুনরাবৃত্তি নিম্নয়োজন। ‘বীরপ্রতীক’ খেতাবই বলে দিচ্ছে কোথায় তার অবস্থান। একমাত্র বিদেশী, বেসামরিক ব্যক্তি যিনি এ সর্বোচ্চ খেতাবের অধিকারী। ষোলই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় এবং পাকিস্তানি ফৌজের আত্মসমর্পণের আগে একদিনের জন্যও যুদ্ধে ক্ষান্ত দেননি, পরিপূর্ণ স্বাধীন দেশের প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা হয়েই শান্তির পথে ফিরে গিয়েছিলেন। এই ইতিহাসের কি মূল্য দিয়েছি আমরা? জাতিকে ঢালাওভাবে অভিযুক্ত করার পূর্বে ঐতিহাসিক, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতির দিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। ইতিহাসের মলিনতা, দীনতা, ষড়যন্ত্রের পরও এরা নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে পারেন না। পারবেন না অভিযোগ এড়িয়ে যেতে। ইতিহাসের ক্রটি নিয়ে হেঁচ আর জোর-জবরদস্তি করে ভুল তথ্য চালিয়ে দেয়ার কলহে মূল বিষয়গুলো ধামাচাপা পড়ে গেছে। চক্রান্তকারীরাই সার্থক। বঙ্গবু শেখ মুজিবের সমতুল্য জেনারেল জিয়ার অপছায়া আসল কাজ করতে দেয়নি। অবস্থা দিন কে দিন এতটাই বেগতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে শেখ মুজিবুর রহমানের ইমেজ তুলে আনা ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারই যেন বিরোধী রাজনীতির মূল কাজ। বলাবাহুল্য কাজটি পড়েছে প্রয়াত বঙ্গবুর কন্যার ওপর। বিরোধীদের পোয়াবারো। কন্যা পিতার দোহাই দিয়ে বিভ্রান্ত জাতিকে আরও এক ধাপ পিছিয়ে দিতে পেরেছেন। এসব ডামাডোলে ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবীরা যতটা মাতম করেছেন ততটা দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসেননি। এলে তারুণ্যের কাছে ইতিহাস স্পষ্ট হয়ে উঠত, যথাযোগ্য মর্যাদায় ঠাঁই পেতেন বীরপ্রতীক ওডারল্যান্ডও।

কিশোর, কিশোরীদের পাঠ্যপুস্তকে ওডারল্যান্ড দুটো কারণে আসতেই পারেন। প্রথমত : মুক্তিযোদ্ধা অতঃপর বিদেশী বাংলাদেশপ্রেমী। কোন রাজনৈতিক পরিচয় না থাকার পরও রাষ্ট্র ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা দীর্ঘমেয়াদের কোন দরকারই তার প্রতি যত্ববান হতে পারেনি। ওডারল্যান্ড আওয়ামী লীগের হয়ে যুদ্ধে যাননি। তবু কেন এই অনীহা? মূলত মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি কখনই ইতিহাস বা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না, আর এরাই ছিল-বলে কৌশলে তিরিশ বছর ক্ষমতায়।

ওডারল্যান্ডকে নাগরিকত্ব দিয়েও সম্মান জানাতে পারিনি আমরা। এত বড় ভুল, বিস্মরণ, উপেক্ষাকে সময় ছেড়ে কথা বলবে না। ভেবে দেখুন ওডারল্যান্ড যে কোন দেশের হয়ে লড়াই করলে তার অবস্থান কোথায় হতো? বীরের স্থান তো বটেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মাথায় তুলে রাখতেন অন্যরা। অথচ ন্যায্য প্রাপ্তিটুকু দিতে ব্যর্থ হয়েছি আমরা। যখন অস্ট্রেলিয়ায় অভিবাসী হয়ে এলাম, ওডারল্যান্ড প্রসঙ্গে কৌতূহল মেটাতে গিয়ে দেখি অনেকে জানেন-ই না, তার নাম শুনলেও যোগাযোগের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা দেখিনি। অভিবাসী বাঙালিকে দোষারোপ করা যাবে না। নতুন দেশে নতুন ভিন্ন অপরিচিত সমাজে তখনও তার ভিত্তিমূল ছিল দুর্বল। একদিকে নতুন বসতি অন্য প্রান্তে পরিচয় সঙ্কট। কিন্তু যখনই সে সামলে নিয়েছে তার দৃষ্টি ও চেতনায় অনিবার্য হয়ে উঠতে শুরু করেছিলেন ওডারল্যান্ড। কিন্তু সূর্য তখন অস্তগামী, অকুতোভয় মুক্তিসেনা ওডারল্যান্ডের ভানু তখন পাটে। দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণ ক্ষমতা, কার্য ক্ষমতা রহিত ওডারল্যান্ড যুদ্ধ করছেন, মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইছেন পাঞ্জা। এমনই এক বিজয় দিবসের স্যায় ফোন করে জানতে পারি ভীষ্ম তখন শর শয়্যায়। স্ত্রী মেরী বলছিলেন, বাংলাদেশের নাম শুনলে এখনও উঠে বসতে চান, উত্তেজনায় থর থর করে ওঠে তার নিস্পন্দ অবয়ব। এক সময় মৃত্যুর মুখোমুখি হন।

লোকান্তরের পর তার কন্যা এনি হ্যামিলটনকে দেখি সিডনিতে, বাংলা সংস্কৃতি সম্মিলন পরিষদের অতিথি হয়ে এসেছিলেন, বাংলাদেশ ও তার জন্ম প্রক্রিয়ায় পিতার গর্বে গর্বিত। এনিকে দেখে গর্বে আমাদেরও হৃদয় স্ফীত হয়েছিল। সেও মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। ওই টুকুই। বিজয় দিবসের পঁয়ত্রিশ বছরে জাতি যখন সংঘাত আর অস্থিরতার কবলে ওডারল্যান্ডকে মনে রাখবে কিভাবে? মনে রাখার সময়ই বা কোথায়? এভাবে চলতে চলতে একদিন বিজয় দিবসকে মনে রাখার কারণও যাবে ফুরিয়ে। নিজামী গং আর যাই হোক পাকিস্তানি ফৌজ আর রাজাকার বিরোধী অস্ট্রেলিয়ান ডাচ ওডারল্যান্ডকে মাথায় তুলে নাচবে না। রবীন্দ্রনাথকে ঋষিতুল্য কবি বলা হয়। যার মূল কারণ দর্শন সম্ভাব রচনাবলী। তিনিও কম সন্দেহপ্রবণ ছিলেন বলে মনে হয় না, যে কারণে প্রশ্ন রেখেই বিদায় নিয়েছেন। তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি বেসেছ ভালো?

এবারের মূল জিজ্ঞাসাও আসলে তাই। আমরা কি পরাজিত শত্রুদের ক্ষমা করে দিয়েছি? চিহ্নিত ঘাতক, দালালদের বেসেছি ভাল? যদি তাই হয় মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো তথা কোন অর্জন বা দিবসের আর কোন মানেই নেই। পালন বা মানা না মানার বালাই তুলে দেয়াই মঙ্গল।

আর সত্যি যদি তা না হয় তাহলে জাতির প্রগতির স্বার্থে একটা সীমারেখা রক্তপাতহীন সীমানা বেঁধে দেয়া উচিত। আশ্চর্যের বিষয় সেটাই পরিষ্কার নয়। যদিও আমাদেরও স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ বিরোধিতাকারীদের ভেতর বিভেদ রেখা নির্ণয় এবং তার রূপরেখা ঠিক না হবে জোড়াতালির মুক্তিযুদ্ধ প্রেম ভোগাতেই থাকবে। সেখানে ওডারল্যান্ড তো নসি।

তবু ইতিহাস জেগে থাকে। ওডারল্যান্ড অতীতের আকাশে জ্বলজ্বলে এক নক্ষত্র। তাকে এড়িয়ে কিছুদিন চলা সম্ভব, আজীবন নয়। পদ্মার ঢেউ টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়ার উদার দিগন্ত আর জনপদ যদিও থাকবে। যদিও এর নাম পাল্টে ‘বাংলাস্থান’ বা অন্য কিছু না হচ্ছে ওডারল্যান্ডকে মনে রাখতেই হবে। ডিসেম্বর তার জন্মের মাসও বটে। কি অদ্ভুত এই যোগাযোগ। বীরপ্রতীকের বীরের জন্ম মাসেই জয়ী হয়েছি।

অস্ট্রেলিয়াবাসী ডাচ মুক্তিযোদ্ধার প্রতি তো বটেই ইতিহাসের প্রতিও যত্নের এখন আর বিকল্প নেই। অন্যথায় শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণের ভেতর দিয়ে পরাজয় নিতে হবে। ওডারল্যান্ড নিশ্চয়ই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এ জন্য যুদ্ধে যাননি। তিনি চেয়েছিলেন সার্বিক জয়। কৃতজ্ঞতার

মূল্য যেমন ব্যক্তিকে ছেড়ে কথা বলে না, জাতিকেও। ফলে মুক্তিযোদ্ধা ওডারল্যান্ডকে মরণোত্তর নাগরিকত্ব দেয়াসহ বিজয় দিবস ও অন্যান্য জাতীয় দিবসে মনে রাখার কাজটি শুরু করতে হবে। রাষ্ট্রীয়ভাবে। সরকার যদি তা করতে না পারে বা রাজি না থাকে এ দায়িত্ব আমাদের। অন্যথায় আর কোন আন্তর্জাতিক মানুষ কি আমাদের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে আসবেন? এ দায়িত্ব সবার।

বীরপ্রতীক ওডারল্যান্ড বাঙালি তোমাকে কোনদিনও ভুলবে না। বিজয় দিবসের এই জাতীয় উন্মোচন জাতীয় স্বাধীনতা ও ইতিহাসের শত্রুদের কাছ থেকে পরিত্রাণ লাভ অসম্ভব, একশ' কলাম, কয়েক হাজার পুস্তিকা বা ভিডিওর চেয়ে অনেক বড় বাস্তবতা, আর ওডারল্যান্ড সেই বাস্তবতার প্রতীক, যা নবপ্রজন্ম ও তারুণ্যের কাছে উপমা হতে পারে। অবিলম্বে তার জীবনী পাঠ্যপুস্তকসহ সহজলভ্য করা হোক। এটাই বিজয়ের চাওয়া।

সিডনি

১৪/১২/০৬